



129598 - সংক্রামক রোগের উপর নিয়ন্ত্রণ আনার ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা

প্রশ্ন

সংক্রামক রোগের উপর নিয়ন্ত্রণ আনা/সুরক্ষা থাকা ব্যাপারে ইসলাম কী শিক্ষা দেয়? কুরআনের সূরার এমন কোন আয়াত আছে কি সংক্রামক রোগকে নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিবা প্রতিরোধ করার জন্য সুরক্ষামূলক পদক্ষেপে হিসেবে যেটোর উপর আমল করা আবশ্যিক? উদাহরণতঃ ইহুদীদের একটি বই আছে Book of Leviticus নামে; যে বইটি এমন বিষয়ের জন্য খাস।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রত্যেকে ব্যক্তির উচিত যে সব কারণ সংক্রামক রোগ ও মরণব্যধি ঘটাতে পারে সে সব উপসর্গ থেকে দূরে থাকা। এর দলিল হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: **لا يُورد ممرض على مصح** (কোন রোগাক্রান্ত উটরে মালকি তার উটকে সুস্থ উটরে মালকির সাথে একত্রে পানি পান করবে না)। এ হাদিসে **مُمرض** শব্দরে অর্থ যে ব্যক্তি খোস-পাঁচড়া বা এ জাতীয় রোগে আক্রান্ত অসুস্থ উটরে মালকি। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অসুস্থ উটরে মালকি সে ব্যক্তির উটকে এমন ভূমিতে চরাবো না, এমন পানির ঘাটে নিয়ে যাবো না যেখানে সুস্থ উটরে মালকিরো তাদের উটগুলো নিয়ে যায়। এই ভয়ে যে, রোগ অসুস্থ উট থেকে সুস্থ উটগুলোতে স্থানান্তরিত হতে পারে। এভাবে ফলে রোগ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরও উদ্ধৃত হয়েছে যে, **فَرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فَارَاكَ مِنَ الْأَسَدِ** (তুমি কুষ্ঠরোগী থেকে এমনভাবে পলায়ন কর যেভাবে সিংহ থেকে পলায়ন কর)। এখানে **مَجْذُوم** অর্থ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি। কুষ্ঠরোগ হল এক ধরণের খারাপ পোঁড়া; যা আল্লাহর ইচ্ছায় ছড়িয়ে পড়ে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, এ রোগগুলো নজি প্রকৃতি থেকে সংক্রমণ করতে পারে না। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন **لا عدوى ولا طيرة** (কোন সংক্রমণ নাই, কোন কুলক্ষণ নাই)। অর্থাৎ এ রোগগুলো নজি থেকে সংক্রমিত হয় না। কিন্তু আল্লাহ এগুলোর মধ্যে স্থানান্তরিত হওয়ার শক্তি দিয়েছেন। আল্লাহ এগুলোর মধ্যে এমন উপকরণ দিয়েছেন যা এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তিতে রোগ স্থানান্তরিত করার কারণে অনিবার্য করে। তখন পারস্পরিক মলোমশো সংক্রমণের কারণ হয়। তাই প্রত্যেকের উচিত উচিত হাদিসের উপর আমল করে রোগ সংক্রমণের কারণগুলো থেকে বাঁচতে থাকা।



নঃসন্দেহে সবকিছু আল্লাহ্‌র নরিধারতি তাকদীর ও নয়তির ভিত্তিতে ঘটবে। এ কারণে যারা কুলক্ষণে বশ্বাস করে তাদরে বশ্বাসকে নাকচ করে আল্লাহ্‌ তাআলা বলনে: “যখন তাদরে কোন মঙ্গল হত তখন বলত, ‘এটা আমাদরে জন্মই।’ আর যদি কোন অমঙ্গল ঘটত তাহলে সজেন্ম মূসা ও তার সঙ্গীদরেকে অশুভ লক্ষণযুক্ত মনে করে তাদরেকে দায়ী করত। জনে রাখ, নশ্চয়ই তাদরে অশুভ লক্ষণ আল্লাহ্‌র জানা আছে। তবে তাদরে অধিকাংশই তা জানে না।”

যদি রোগাক্রান্ত মানুষের সাথে মলোমশো ঘটবে তখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় রোগ সংক্রমতি হয়— এ বিষয়ক দললিগুলো সুস্পষ্ট। আবার কখনও আল্লাহ্‌ তাওফকি দলি মলোমশো হলওে রোগ সংক্রমতি হয় না।

আরও জানতে দেখুন: [137801](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞঃ।